82

আজকের কাগজ

তারিখ 01-MAR 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

148

শিক্ষাঙ্গনগুলো বধ্যভূমিতে পরিণত হচ্ছে ।। দু'মাসে ছাত্র সংঘর্ষে হত ১৯

নজমুল কবির শিপন ঃ দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো ক্রমশ বদ্ধভূমিতে পরিণত হচ্ছে। নতুন বছরের প্রথম ২ মাসেই শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংঘর্ষে ১৯ জন ছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে এক হাজারেরও বেশি, আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে ৭টি। গত ২ মাসে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয়েছে ২৫টি, এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১২টি এবং ফেব্রুয়ারিতে ১৩টি। ২৫টি ছাত্র সংঘর্ষে ১৯ জন ছাত্র প্রাণ হারালেও সন্ত্রাস দমন আইনের আওতায় তেমন কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি।

১ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ সংঘর্ষের মাধ্যমে নতুন বছরের সূচনা হয়। কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ৩ জানুয়ারি চট্টগ্রাম সিতাকুন্ডে সংঘর্ষের ফলে সিতাকুন্ড সরকারি কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। একই দিন টাঙ্গাইলের ঘিওর কলেজে হাঙ্গামায় নিহত হয় জাসদ ছাত্রলীগ নেতা মোজাম্মেল হক। ৪ জানুয়ারি তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজ ছাত্র সংঘর্ষের কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। ১০ ডিসেম্বর জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ভাঙচুর, হামলা, গুলিবর্ষণ ও বোমা হামলার ঘটনা ঘটায়। ১২ জানুয়ারি শিবিরের মিছিলে হামলা চালালে জিয়াউর রহমান নামে ১ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। ১৪ জানুয়ারি রাজশাহী কলেজে ছাত্রদল-ছাত্র শিবির সংঘর্ষে ইয়াহিয়া নামে এক ছাত্র নিহত হয়। আহত হয় ৫০ জন। ১৬ জানুয়ারি রাজশাহীতে আবার ছাত্র সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। ২১ জানুয়ারি যশোরে খোলাডাঙ্গায় ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মী লিটনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। মীরেরশরাই-এ জামাত-শিবির-লীগ সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। ২২ জানুয়ারি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে রেজাউর রহমান সবুজ নামে একজন ছাত্র প্রাণ হারায়। সংঘর্ষে আহত হয় ১৫ জন। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। ২৬ জানুয়ারি চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার জনসভায় হামলায় আহত ছাত্রলীগের প্রকাশনা সম্পাদক মেডিকেলে মারা যায়।

পহেলা ফেব্রুয়ারি পটিয়ায় ছাত্রসংঘর্ষে ৪ জন আহত হয়, ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার নিউমডেল ডিগ্রী কলেজে ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর মিছিলের উপর ছাত্রদলের গুলিবর্ষণের ফলে মোশাররফ নিহত হয়। আহত হয় ১০ জন। কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। মিরপুর উপ-নির্বাচনকে ঘিরে এক সংঘর্ষে নিহত হয় ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ আসাদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মরণ কালের ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে ৭ জন ছাত্র নিহত হয়। শিবিরের সঙ্গে প্রথমে ছাত্রদল, পরে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সঙ্গে এ সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে ৫ শতাধিক আহত হয়। হাত পায়ের রগ কেটে দেয় শিবির কর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। এই ঘটনা ঘটে ৬ ফেব্রুয়ারি। ৯ ফেব্রুয়ারি দাউদকান্দিতে একজন ছাত্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি কলারোয়া সরকারি কলেজ ও রাজশাহী সরকারি কলেজে সংঘর্ষে মোট ২৫ জন আহত হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ বাধলে ২৫ জন আহত হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির সংঘর্ষের ফলে কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। সংঘর্ষের সময় হোস্টেল ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয় আহত ৩০ জন। ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার কাপাসিয়ায় রামদা দিয়ে কুপিয়ে কাপাসিয়া কলেজ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রলীগ কর্মী জাহিদুল হক খান বিপ্লবকে হত্যা করা হয়। একই দিনে রাজশাহীতে ছাত্রসংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় ছাত্রঐক্যের মিছিলে শিবির হামলা করলে ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মী শফিউল আলম জোহা নিহত হয়। একই দিনে যশোরে ছাত্রদল-মৈত্রী সংঘর্ষে ছাত্রমৈত্রীর আইউব হোসেন নিহত হয়।